প্রথম আলো

তারিখ ... 2 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম ...১... .....

বরিশাল বিভাগের স্কুল-কলেজে দেড় সহস্রাধিক শিক্ষক পদ শূন্য

■ বরিশাল ব্যুরো

বরিশাল বিভাগের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট চলছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে মামলার জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম এক বছর ধরে স্থগিত থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিভাগের নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে ১ হাজার ৭৭৫টি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, এনটিআরসিএ ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সারাদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব নিয়েছে। তারা প্রথমবারেই এনটিআরসিএর ১২তম ব্যাচে নিবন্ধনধারীদের মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগ দেয়। এনটিআরসিএর প্রথম থেকে ১২তম ব্যাচের নিবন্ধনধারীরা নিয়োগবঞ্চিত হয়ে উচ্চ আদালতে রিট করলে প্রায় এক বছর আগে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোর শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশাল অঞ্চলের উপপরিচালকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১ হাজার ৭৭৫ পদের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শূন্য ১ হাজার ১৪৪টি এবং নিম্ন মাধ্যমিকে ২৩৬টি। অন্যদিকে কলেজে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৩৯৫টি।

মাধ্যমিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ২২০টি শূন্যপদ রয়েছে শরীরচর্চা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক পদে। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে ৭৩টি ও কলেজে সবচেয়ে বেশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রভাষক পদে ১৮টি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ১৫টি পদ শূন্য রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশাল অঞ্চলের উপপরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিভাগের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের তথ্য তার দপ্তরের মহাপরিচালক এবং এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধের কারণ সম্পর্কে এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে।

বরিশাল ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যফ্রন্টের বিভাগীয় আহ্বায়ক মহসিন উল ইসলাম হাবুল বলেন, তার কলেজে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক নেই। অথচ এনটিআরসিএ নিয়োগ দিচ্ছে না। শিক্ষক সংকটের জন্য বিভাগের স্কুল-কলেজে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া যেসব মেধাবী এনটিআরসিএতে নিবন্ধিত হয়েছেন, তারাও চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশাল অঞ্চলের পরিচালক মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা এনটিআরসিএর আওতায় চলে যায়। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার কারণে নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত আছে। উচ্চ আদালতে রিট হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও এ কার্যক্রমে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না।